ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৩৩৭
আগরতলা, ১৩ আগস্ট, ২০২৫

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে সফল কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজেরমাল্টিডিসিপ্লিনারি রিসার্চ ইউনিট সফলভাবে গত ১১ আগস্ট, থেকে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক একটি কর্মশালার আয়োজন করেছে। এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল চিকিৎসক, শিক্ষক এবং গবেষণা বিজ্ঞানীদের মধ্যে গবেষণা দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং আধুনিক গবেষণা কৌশল সম্পর্কে তাদের ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান করা।

এই কর্মশালাটি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চএবং মাঙ্গালোরের ইয়েনেপোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর সিস্টেমস বায়োলজি অ্যান্ড মলিকুলার মেডিসিনএর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়। এর নেতৃত্ব দেন সেখানকার অধ্যাপক ও উপ-পরিচালক ডাঃ টি. এস. কেশবা প্রসাদ। ভারত সরকারের স্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ ডিএইচআর এই কর্মশালার পৃষ্ঠপোষকতা করে। মার্চ ২০২৫-এ ডিএইচআরকর্তৃক দেশের মোট ১১৮টি এমআরইউ এর মূল্যায়নে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজেরএমআরইউ অন্যতম একটি 'ওয়েল পারফর্মিং' এমআরইউ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল, যার ফলে এটি এই কর্মশালার নোডাল সেন্টার হিসেবে দায়িত্ব পায়।

এই কর্মশালায় মোট ২৫ জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন। এর মধ্যে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজেরএমআরইউ থেকে ১০ জন (ক্লিনিক্যাল ও অন্যান্য শাখার ১:১ অনুপাতে) এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আরও তিনটি এমআরইউ-আসামের দিফু মেডিক্যাল কলেজ, আসামের তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং অরুণাচল প্রদেশের টোমো রিবা ইন্সটিটিউট অফ হেলথ অ্যান্ড মেডিক্যাল সায়েন্সেস—থেকে প্রত্যেকে ৫ জন করে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চসদর দপ্তরের সায়েন্টিস্ট-ই ডাঃ কে. জিতেন কুমার সিং এবং স্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগের সায়েন্টিস্ট-সি ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জোনের সমন্বয়ক ডাঃ নিশা ঠাকুর।

এই কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য অধিকারের অধিকর্তা প্রফেসর ডাঃ তপন মজুমদার, মেডিক্যাল শিক্ষা অধিকারের অধিকর্তা প্রফেসর (ডাঃ)এইচ.পি শর্মা, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের একাডেমিক ডিন প্রফেসর (ডাঃ) অভিজিৎ দত্ত, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ শংকর চক্রবর্তী, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর (ডাঃ)অনুপ সাহা সহ সকল রিসোর্স ফ্যাকাল্টি উপস্থিত ছিলেন। অতিথিবৃন্দ চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণার গুরুত্ব এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে এর অপরিহার্য ভূমিকা নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য দেন।

তিন দিনব্যাপী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এর মধ্যে ছিল গবেষণা প্রশ্ন ও হাইপোথিসিস তৈরি, নমুনার আকার নির্ধারণ, তথ্য সংগ্রহের উপায় ও কৌশল, পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ, বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবনা লেখা, প্রকাশনার কৌশল এবং পেটেন্ট প্রক্রিয়া। ইন্টারেক্টিভ লেকচার এবং ব্যবহারিক অনুশীলনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি বাস্তব দক্ষতাও অর্জন করেন।

উক্ত কর্মশালার শেষ দিনে একটি সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা তাদের অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রকাশ করেন। সফলভাবে কর্মশালা সম্পন্ন করার জন্য সকলকে সনদপত্র প্রদান করা হয় এবং আয়োজক দলকে তাদের চমৎকার পরিকল্পনা ও সফল বাস্তবায়নের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজের মাধ্যমে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

******